গ্লোবাল ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট
বনাম
চিবো জি.এম.বি.এইচ
যার নিবন্ধনের স্থান উবারসিরি ১৮, ২২২৯৭ হ্যামবুর্গ, জার্মানি
এখন থেকে "চিবো" নামে উল্লেখিত হবে
এবং
ইন্ডাষ্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়ন

যার নিবন্ধনের স্থান ৫৪ বিস, বুট ডেস একাসিয়াস ১২২৭ কারুগ, জেনেভা, সুইজারল্যান্ড
এখন থেকে "ইন্ডাষ্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়ন" নাম উল্লেখিত হবে

চিবোর নন-ফুড সাপ্লাই চেইনের সর্বত্র আন্তর্জাতিক শ্রম মানদন্ড বাস্তবায়ন সংক্রান্ত চুক্তি নামা

ভূমিকাঃ-

১। চিবো জি.এম.বি.এইচ হলো একটি পারিবারিক মালিকানাধীন খুচরা বিক্রেতা, যারা প্রধানত কফি এবং ভোগ্য পন্য বিক্রেতা। খাদ্যদ্রব্য নয় (ননফুড) এমন শ্রেণীভূক্ত পণ্যের মধ্যে পোষাক, গৃহস্থালীর পরিচ্ছেদ, বাসনপত্র, আসবাবপত্র, অলংকার, ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী, প্রসাধনি এবং গৃহস্থলি সামগ্রী। চিবো তার কর্পোরেট কৌশলের অংশ হিসাবে মানবাধিকার ও পরিবেশ সুরক্ষা ও প্রসারে অঙ্গিকার বদ্ধ ।

২। ইন্ডাষ্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়ন হচ্ছে, ট্রেড ইউনিয়ন এবং ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনদের সমন্বয়ে গঠিত যারা টেক্সটাইল, পোষাক, পাদুকা, চামড়া ও অন্যান্য হালকা শিল্প সহ সকল শিল্পের শ্রমিকদের সংগঠিত করে থাকে। ইন্ডাষ্ট্রিঅল বিশ্বব্যাপী সাপ্লাই চেইনে আন্তর্জাতিক শ্রম মানদন্ডের প্রসার করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় অঙ্গিকারবদ্ধ ।

৩। এই গ্লোবাল ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্টের (এখন থেকে " চুক্তিনামা " নাম উল্লেখিত হবে) মাধ্যম চিবো এবং ইন্ডাষ্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়ন সাম্প্রতিককালে তাদের মধ্যে গড়া পারস্পরিক সহযোগিতার অভিপ্রায় হিসাবে আনুষ্ঠানিক অংশীদারিত্বের ভিত্তি তৈরী করেছে ।

৪। এই চুক্তির লক্ষ্য হলো চিবোর নন ফুড সাপ্লাই চেইনের (অনুচ্ছেদ ১০ বর্ণিত) সকল ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শ্রম মানদন্ডের (অনুচ্ছেদ ৬ এ বিস্তারিত) কার্যকর বাস্তবায়ন, শ্রমিকদের একত্রিত হওয়ার ও যৌথ দর কষাকষি করার অধিকারকে শক্তিশালী করা ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দিয়ে ।

৫। উভয় পক্ষ মনে করে যে, আন্তর্জাতিক শ্রম মানদন্ড অর্জন ও এর স্থায়িত্বশীলতা অর্জন একমাত্র তখনই সম্ভব যখন (ক) শ্রমিকদের একত্রিত হওয়ার ও যৌথ দর-কষাকষির অধিকার থাকে; এবং যদি (খ) শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক শ্রম মানদন্ড পর্যবেক্ষন ও প্রয়োগের জন্য কর্মস্থলে যথাযথ পদ্ধতি থাকে। পক্ষদ্বয় বিশ্বাস করে যে, একটি পরিনত শিল্প-সম্পর্ক কারখানা এবং সামগ্রিক শিল্প , উভয় ক্ষেত্রেই সুফল বয়ে আনবে।

প্রসঙ্গ/সূত্রঃ বিভিন্ন সনদ ও মানদন্ড

৬। চিবো এবং ইন্ডষ্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়ন উভয়ই নিম্নে উল্লেখিত আন্তর্জাতিক শ্রম মানদন্ড, ১৯৯৮ সনে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার 'ডেক্লারেশন অন ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপ্যাল এন্ড রাইটস এট ওয়ার্ক', আই এল ও কনভেনশন এবং সুপারিশ কে স্বীকৃতি দেয় ।

আই এল ও কনভেনশন এবং সুপারিশ সমূহঃ

সি-০৮৭ একত্রিত হওয়ার স্বাধীনতা এবং সম্মিলিত হওয়ার অধিকারের কনভেনশন
সি-০৯৮- সম্মিলিক হওয়ার অধিকার ও যৌথ দরকষাকষির কনভেনশন
সি-১৩৫ শ্রমিক প্রতিনিধির কনভেনশন
আর-১৪৩ শ্রমিক প্রতিনিধির সুপারিশ
সি-১০০ শ্রম মজুরীর কনভেনশন
সি-১১১ বৈষম্যের (চাকুরীও পেশা) কনভেনশন
সি-১৫৯ কারীগরি পূনর্বাসন ও চাকুরীর (প্রতিবন্ধী ব্যাক্তি) কনভেনশন
সি-০৭৯ কমবয়সীদের রাত্রীকালীন কাজের (শিল্পবিহীন পেশা) কনভেনশন
সি-১৩৮ নূন্যতম বয়স
সি-১৪২ মানব সম্পদ উন্নয়ন কনভেনশন
সি-১৮২ নিকৃষ্টতম শিশু শ্রম কনভেনশন
সি-১৪৬ নূন্যতম বয়সের সুপারিশ
সি-০২৯ বল পূর্বক শ্রমের কনভেনশন
সি-বরপূর্বক শ্রম বাতিল করণ কনভেনশন
সি-০২৬ নিন্মতম মজুরী নির্ধারণ দন্ডের কনভেনশন
সি-১৩১ নিন্মতম মজুরী নির্ধারণ দন্ডের কনভেনশন
সি-০০১ কাজের সময় (শিল্প) কনভেনশন
সি-০১৪ সাম্প্রতিক বিশ্রাম (শিল্প) কনভেনশন
আর-১১৬ কাজের ঘন্টা হ্রাসের সুপারিশ
সি-১৫৫ পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কনভেনশন
আর-১৬৪ পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কনভেনশন সুপারিশ

সেই সাথে আর্ন্তজাতিক মানবাধিকারের ঘোষনা, শিশু অধিকার সনদ, দি ওইসিডি গাইডলাইন ফর মাল্টিন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ, মাল্টিন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ ও সোস্যাল পলিসি নীতিমালা বিষয়ে আইএলও ঘোষনা, ব্যবসায় ও মানবাধিকার বিষয়ে জাতিসংঘের মূলনীতি, জাতিসংঘের গ্লোবাল কমপেক্ট, চিবোর নন-ফুড সাপ্লাই চেইনে জাতিসংঘের স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়ন।

৭। উভয় পক্ষ সম্মত হচ্ছে যে, চিবোর সামাজিক ও পরিবেশগত আচরণবিধি (সংযুক্ত-১), কনভেনশন এবং মানদন্ড (যা বর্ণিত আছে অনুচ্ছেদ-৬) সহ আইএলও এর সম্পর্কিত আইন/নীতিমালা সমূহ তখনই প্রয়োগ হবে যখন রাষ্ট্রীয় আইন তুলনামূলকভাবে শ্রমিকদের অনুকূল থাকবেনা।

অঙ্গিকারঃ-

৮। চিবো স্বীকার করছে যে, ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা হচ্ছে শ্রমিকদের সংগঠিত করা এবং শ্রমিকদের হয়ে দর-কষাকষি করা এবং ইন্ডাষ্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়ন ও এর সহযোগীদের মানবাধিকার ও ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার নিয়ে কাজ করার জন্য বৈধ সহযোগী হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছে (যা বর্ণিত আছে অনুচ্ছেদ-৬) ।

৯। ইন্ডাষ্ট্রিাল গ্লোবাল ইউনিয়ন চিবো'র সাথে একত্রিত হয়ে কাজ করার নিশ্চয়তা দিচ্ছে এবং চিবো'র নন ফুড সাপ্লাই চেইনে প্রতিনিধিত্বকারী সকল ইউনিয়নের সাথে কাজ করার প্রতিজ্ঞা করছে।

পরিসরঃ-

১০। এই চুক্তিনামা চিবো'র নন ফুড সাপ্লাই চেইনের সকল বিক্রেতা সরবরাহকারী, তাদের উৎপাদনকারী, ঠিকাদার এবং সকল কর্মচারী, চিবো'র ব্যবসায়িক অংশীদারদের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিযুক্তি নির্বিশেষে, তাদের চাকুরীর অঙ্গীকার নির্বিশেষে আনুষ্ঠানিক বা অনাষ্ঠনিক খাতে প্রযোজ্য হবে ।

১১। চিবো'র নন-ফুড সাপ্লাই চেইনের মধ্যে যেসব কর্মক্ষেত্রে ইউনিয়ন প্রতিনিধিত্ব করে কিন্তু ইন্ডাষ্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, সেই সব ইউনিয়নদেরকে অত্র চুক্তিনামা সম্পর্কে অবহিত করার দায়িত্ব ইন্ডাষ্ট্রিঅল এবং চিবো গ্রহন করবে। পক্ষগণের সম্মতির ভিত্তিতে ইন্ডাষ্ট্রিঅল এর সাথে সংসৃষ্ট নয় এমন ট্রেড ইউনিয়ন সমূহ ত্রই চুক্তিনামায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বাস্তবায়ন ঃ

১২। চিবো'র নন-ফুড সাপ্লাই চেইনের সর্বত্র সংগঠিত হওয়ার ও দরকষাকষি করার অধিকারকে শক্তিশালী করার জন্য; চিবো ও ইন্ডাষ্ট্রিঅল যৌথভাবে কৌশল নির্ধারন, সংগঠিত করন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন করবে।

১৩। যখন উভয় পক্ষ সংগঠিত হওয়ার এবং দর-কষাকষি করার অধিকারকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কাজ করবে, তখন পক্ষগণ সম্মিলিতভাবে চিবো,র সবচেয়ে জরুরী ক্রয় বাজার এবং সেই সাথে কৌশলগত কারণে সবচেয়ে জরুরী দেশগুলোর জন্য উপকৌশল নির্ধারণ করবে।

১৪। সামগ্রীক ও দেশসমূহের নিজস্ব কৌশলের উপর ভিত্তি করে, পক্ষগণ একত্রিত ভাবে নিন্মোক্ত কার্যাবলী পরিচালনা করবে যা শুধু এই তালিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়ঃ

- কারখানা পর্যায় এবং সামগ্রিক শিল্প পর্যায় এবং সামাজিক শিল্প পর্যায় পরিনত শিল্প সম্পর্কের পরিবেশ তৈরীর জন্য ব্যবস্থা নেয়া।

- কারখানা পর্যায়ে মালিক, ম্যানেজার, শ্রমিক প্রতিনিধি, ট্রেড ইউনিয়ন সদস্য ও ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের মধ্যে বিশ্বাস সম্পর্ক উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- শিল্প পর্যায়ে বিভিন্ন উদ্যোগ, যেমন বাংলাদেশে ভবন ও অগ্নি নিরাপত্তায় একর্ড উদ্যোগ, এ্যাক্ট অন লিভিং ওয়েজ ইত্যাদি।
- সংশিণ্টষ্ট শিল্পে বিভিন্ন কম্পানি যারা গ্লোবাল ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর করেছে তাদের সাথে একত্রিত হয়ে কাজ করা ।
- অন্যান্য শিল্পের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অংশীদারদের সাথে ত্রি-পক্ষীয় কার্যক্রম পরিচালনা।
- চিবোর কোনো যোগাযোগের উদ্দেশ চিবো'র নন-ফুড সাপ্লাই চেইনের শ্রমিকদের ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্তের খেত্রে প্রভাব খাটানো নয়, ইউনিয়নের কাজের জন্য, এই চুক্তি বাস্ড়বায়নের জন্য বৈষম্য নয় ।

১৫। ইন্ডাষ্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়ন কার্যক্রমের (সংযুক্তি ২এ বর্ণিত) কৌশল ও বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করবে, ইন্ডাষ্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়ন উই উপদেষ্টা কমিটিতে যোগদান করে ট্রেড ইউনিয়নের অধিকারকে কিভাবে উই কর্মসূচির মাধ্যমে শক্তিশালী করা যায় সেই ব্যাপারে উপদেশ দিবে।

১৬। চিবো এবং ইন্ডাষ্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়ন একে অপরকে সহযোগীতা করবে এই আস্থা রেখে যে, এই চুক্তি বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষনের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা দেখা দিলে উভয়ে এক্ষেত্রে তার সমাধান করবে। উভয় পক্ষই এই দায়িত্ব নিচ্ছে যে, এই চুক্তি বাস্তবায়নের সময় চুক্তি ভঙ্গের কোন ঘটনা ঘটলে, পক্ষগন ভঙ্গের ঘটনা অবগত হওয়ার সাথে সাথে অপর পক্ষকে অবগত করবে, যাতে পক্ষগন বিলম্ব না করে একটি উপসম কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করবে।

১৭। যদি ইন্ড্রাষ্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়নের সাথে সম্পৃক্ত কোন স্থানীয় ইউনিয়ন চিবো'র নন-ফুড সাপ্লাই চেইনের মধ্যে এই চুক্তি সম্পর্কিত কোন সম্ভাব্য লঙ্ঘন চিহ্নিত করে এবং সেই ইউনিয়নের সমাধান করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তাহলে তা চিবো এবং ইন্ডাষ্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়নের স্থানীয় প্রতিনিধিকে জানাবে।

১৮। চিবো,ইন্ডাষ্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়নের সাথে পরামর্শক্রমে লঙ্ঘন টি পরিমাপ ও তদন্ত করবে এবং যেখানে প্রয়োজন, চিবো তার নন-ফুড সরবরাহকারী ও প্রস্তুতকারীদের সরাসরি আহবান করবে।

১৯। যদি চুক্তি লঙ্ঘনের ঘটনাটি নিশ্চিত হয়, তাহলে চিবো এবং ইন্ডাষ্ট্রিঅল একত্রে সমাধানের জন্য পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে।

২০। যদি পক্ষগন একত্রে এমন একটি সমাধানে পৌছাতে ব্যর্থ হয় যা লঙ্ঘন প্রতিকার করবে এবং যা দুইপক্ষের কাছে গ্রহনযোগ্য, সেইক্ষেত্রে পক্ষগন একত্রে মধ্যস্থা ও বিরোধ নিস্পত্তির জন্য আইএলও এর সহয়তা নিবে । এই ক্ষেত্রে পক্ষগন আইএলও এর চুড়ান্ত সুপারিশ মানতে বাধ্য থাকবে।

কাঠামো ও সংগঠন

২১। পক্ষগণ একমত হয়েছেন যে, কৌশল ও দেশ ভিত্তিক উপ-কৌশল তৈরীর জন্য সভা ও কর্মশালা করবে এবং এই চুক্তি স্বাক্ষরের তিন মাসের মধ্যে উই কার্যক্রম পর্যালোচনা করবে। পক্ষগণের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এই সকল সভায় ইন্ডাষ্ট্রিঅল এর সাথে সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে আমন্ত্রন জানানো হতে পারে।

২২। প্রাথমিক কৌশল তৈরীর পর, পক্ষগণ একত্রে চুক্তির একটি দ্বিবার্ষিক পর্যালোচনা সভা করার সিদ্ধান্ত নিবে এবং একটি কমিটি (জি.এফ.এ কমিটি নামে পরিচিত হবে) গঠন করবে যেখানে চিবো এবং ইন্ডাষ্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়নের কমপক্ষে দুইজন করে প্রতিনিধি থাকবে।

২৩। এই দ্বি-বার্ষিক পর্যালোচনাটি উই উপদেষ্টা কমিটির সভার সাথে একত্রে বা তাদের নিয়ে হবে।

২৪। চিবো এবং ইন্ডাষ্ট্রিঅল প্রত্যেকেই একজন করে যোগাযোগ প্রতিনিধি (এখন হতে 'যোগাযোগ প্রতিনিধি' হিসেবে পরিচিত) নিয়োগ করবে যিনি দ্বি-বার্ষিক সভায় উদ্ভত ব্যাপারে ব্যবস্থা নিবে ও যোগাযোগ করবে। যদি প্রয়োজন হয় এই চুক্তি বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য চিবো এবং ইন্ডাষ্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়ন অতিরিক্ত স্থানীয় যোগাযোগ প্রতিনিধি নিয়োগ দিবে ।

২৫। দেশ ভিত্তিক উপ-কৌশল বাস্তবায়নের জন্য পক্ষগণ কর্মদল (এখন হতে 'দেশভিত্তিক কর্মদল' নামে পরিচিত) মনোনীত করতে পারে, যেই দল উভয়পক্ষের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হবে। সামাজিক কৌশল ও দেশ ভিত্তিক উপ-কৌশলের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে দেশ ভিত্তিক কর্মদল নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে পারে।

- কারখানা ও শিল্প উভয় পর্যায়ে পরিনত শিল্প সম্পর্কে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া।
- কারখানা পর্যায়ে কারখানার মালিক, ম্যানেজার, শ্রমিক, শ্রমিক প্রতিনিধি, ট্রেড ইউনিয়ন সদস্য ও ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের জন্য বিশ্বাস ও সক্ষমতা বৃদ্ধির বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা।
- যদি প্রয়োজন হয়, সরবরাহকারী ও প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানে এই চুক্তি ভঙ্গের ঘটনায় অনুচ্ছেদ ১৬-১৯ এ বর্ণিত পন্থায় সহায়তা করা।
- যদি সহযোগিতার প্রয়োজন হয়, অন্যান্য সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান, যারা গ্লোবাল ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর করেছে তাদের সাথে একত্রে কাজ করা।

দেশভিত্তিক কর্মদলটি নিয়মিত লিখিতভাবে জি.এফ.এ কমিটি ও নির্ধারিত যোগাযোগ প্রতিনিধির কাছে রিপোর্ট করবে।

২৬। পক্ষগণ একত্রিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশভিত্তিক কর্মদলটি নিয়মিত ভাবে সাক্ষাৎ করতে পারে।

২৭। পক্ষগণ স্বচ্ছভাবে, একত্রে এবং ভাল বিশ্বাসে একত্রে এই চুক্তির যৌথ পক্ষের স্বার্থে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

২৮। চিবো এই চুক্তি সম্পর্কিত কার্যক্রম ও সভা বাস্তবায়নের খরচ বহন করবে।

তথ্য ও প্রাপ্যতা

২৯। চিবো এর নন-ফুড সাপ্লাই চেইনের প্রয়োজনীয় তথ্য ইন্ডাষ্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়নকে প্রদান করবে। ইন্ডাষ্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়ন নন-ফুড সাপ্লাই চেইনের তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রাখবে এবং সহযোগী ইউনিয়ন ও সদস্যেরা যেনো তথ্যের সদব্যবহার করেন তার জন্য দায়ী থাকবেন।

৩০। চিবো এই চুক্তির তথ্য ও উদ্দেশ্যগলো তার সরবরাহকারীদের জানানোর দায়িত্ব নিবে, একই সময় ইন্ডাষ্ট্রিঅল তার সহযোগী বা সম্পর্কিত ট্রেড ইউনিয়নকে একই বিষয়ে অবগত করবে।

৩১। ইন্ডাষ্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়নের পরিচালনা পরিষদ স্থানীয়, জাতীয় ও এলাকাভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়নদের সাথে যোগাযোগ করে চিবো এই চুক্তি বাস্তবায়নের যে পরিকল্পনা করে তা সম্পর্কে অবগত করবে।

৩২। চিবো ইন্ডাষ্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়নের সাথে একমত হয়ে এই চুক্তিটি বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করবে।

৩৩। সেই এলাকার ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে চিবো তার নন ফুড সাপ্লাই চেইনের মধ্যে অবস্থিত সরবরাহকারী ও কারখানায় ইন্ডাষ্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়ন ও এর স্থানীয়, জাতীয় এবং এলাকাভিত্তিক সহযোগী ট্রেড ইউনিয়নদের প্রবেশে যথাসম্ভব সহায়তা করবে । ইন্ডাষ্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়ন স্বীকৃত দেয় যে, চিবোর নন ফুড সরবরাহকারীর প্রাঙ্গনে কোন ইউনিয়নের প্রবেশ চিবোর ব্যবসায়িক অংশীদারের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে হবে। অতএব, পক্ষগণ স্বীকার করে যে, ইন্ডাষ্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়ন বা এর সহযোগী ইউনিয়ন যদি চিবোর নন ফুড সরবরাহকারীর প্রাঙ্গনে এর শ্রমিকদের সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়, তবে ইন্ডাষ্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়ন বা তার সহযোগী ইউনিয়ন চিবোর ব্যবসায়িক অংশীদার এর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি সংগ্রহ করার জন্য চিবোকে অনুরোধ করবে।

৩৪। চিবো ও ইন্ডাষ্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়ন এই চুক্তির সহায়তায় চিবোর নন ফুড সরবরাহকারী কারখানা এবং ইন্ডাষ্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়নের সহযোগী ইউনিয়নের দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার অঙ্গীকার করছে।

মেয়াদ ও পরিসমাপ্তি

৩৫। যদি কোন পক্ষদ্বারা ছয় মাসের লিখিত নোটিশ দিয়ে চুক্তির পরিসমাপ্তি করা না হয় তবে স্বাক্ষরের দিন থেকে এই চুক্তি বলবৎ হবে এবং অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে ।

বাধ্যবাধকতা

৩৬। পক্ষ সমূহের কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে কোন বিলম্ব বা ব্যর্থতা তাদের অক্ষমতা হিসেবে বিবেচিত হবে না যদি, এবং শুধুমাত্র যেই সময় ও ব্যাপ্তির জন্য, (ক) যেই সব বিলম্ব বা ব্যর্থতার কারন এমন কোন ঘটনা যা কোন পক্ষের নিয়ন্ত্রনের বাইরে ছিল বা ভুলে বা অবহেলার কারনে ঘটেনি এবং (খ) উক্ত পক্ষের কোন প্রচেষ্টার মাধ্যমে সেই বিলম্ব বা ব্যর্থতাটি প্রতিরোধ করা সম্ভবপর নয়। যেসব ঘটনাকে পক্ষগণের নিয়ন্ত্রনের বাইরে ধরা হবে সেগুলির মধ্যে রয়েছে কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়, যেমন

দৈব ঘটনা, সরকার বা সামরিক কর্তৃপক্ষের দ্বারা বাজেয়াপ্ত বা উপগ্রহণ, যুদ্ধ, বিদ্রোহ, অন্তর্ঘাত, দাঙ্গা, বন্যা, অস্বাভাবিক আবহাওয়া যা পূর্বে অনুমান করা যায়নি, অন্যান্য প্রাকৃতিক দূর্যোগ বা একই ধরনের অন্য ঘটনা।

সাধারণ ক্ষেত্র

৩৭। যদি অন্য কোথাও স্পষ্টভাবে বলা না থাকে, এই চুক্তির কোন পরিবর্তন, বদল কার্যকর হবে না; যদি পক্ষগণ তা লিখিতভাবে ও স্বাক্ষর করে সম্মত না হয়।

৩৮। যদি এই চুক্তির কোন বিধান সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অকার্যকর অপ্রযোগযোগ্য হয়ে থাকে, তবে সেই অপ্রযোগযোগ্যতা শুধুমাত্র সেই বিধান বা তার অংশবিশেষের জন্য প্রযোজ্য হবে এবং সেই বিধানের বাকি অংশ ও চুক্তির বাকি সকল বিধান সম্পূর্ণভাবে বলবৎ থাকবে।

যে সকল স্বাক্ষীর উপস্থিতে এই চুক্তিটি সম্পাদন করা হয়েছে, তার তারিখ ও সন সহ উল্লেখ করা হলো ঃ

চিবো জি.এম.বি এইচ এর নামে
হ্যামবুর্গ, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

ডাঃ মার্কাস কনারড
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

ইন্ডাষ্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়নের পক্ষে
হ্যামবুর্গ, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

জিয়ার্কি রায়না
সাধারণ সম্পাদক

থোমাস লিনেমায়ার
সদস্য, ম্যানেজমেন্ট বোর্ড

সেনায় কুকুক তানসু
সদস্য, ম্যানেজমেন্ট বোড, ননফুড

সংযুক্তি- ২

গ্লোবাল ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্টর

চিবো জি.এম.বি.এইচ এবং ইন্ডাষ্ট্রিাল গ্লোবাল ইউনিয়নের মধ্যে

চিবুর ননফুড সাপ্লাই চেইনের সর্বত্র আন্তর্জাতিক শ্রম মানদন্ড বাস্তবায়ন সংক্রান্ত।

উই কার্মসূচিঃ

উই (বিশ্বব্যাপি সামাজিক মান উন্নয়ন) কার্যক্রম হলো সরবরাহকারীদের জন্য একটি বহু বিস্তৃত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। চিবোর মূল উদ্যোগটি হলো চিবোর নন ফুড সাপ্লাই চেইনে আন্তর্জাতিক শ্রম মানদন্ডের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য ব্যবাসায়িক ক্ষেত্রে গুনগত মান, উৎপাদনশীলতা এবং দক্ষতা অর্জনের সাথে শ্রম বিষয় যেমন শ্রম ঘন্টা ও মজুরী বিষয়কে সম্পর্কযুক্ত করা । উই একটি অংশগ্রহনমূলক সংলাপ ভিত্তিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে, যা উদ্ভব হয়েছে ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন ও বিরোধ নিস্পত্তি থেকে। এর উদ্দেশ্য হলো শ্রমিক ও তাদের প্রতিনিধিদের ও সেই ফ্যাক্টরির ম্যানেজারদের সক্ষমতা বৃদ্ধির করা যাতে তারা আন্তর্জাতিক শ্রম মানদন্ড বাস্তবায়ন এবং কর্মের পরিবেশ উন্নয়নের জন্য দায়িত্ব নিতে পারে। উই এর মূলনীতি হলো কর্মকেন্দ্রিক শিখন, বিশ্বাসের সম্পর্ক তৈরী, স্বচ্ছতা নির্ধারন, অংশগ্রহন মূলক সিদ্ধান্ত গ্রহন, সমাধান কেন্দ্রিক অভিযোজন, একভূত করন ও সতীর্থ শিখন নিশ্চিত করা। এই ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশিক্ষপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞরা বর্ণীত প্রশিক্ষনগুলোতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবেন।